গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং- ১২.০৪.০০০০.০০৭.০৫.০০৮.২২:১৮২৮ তারিখঃ ০৪/১০/২২

বিষয়ঃ **৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।**

সূত্রঃ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর সংযোজনী ৫ : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর [১.৪] নং কার্যক্রমের [১.৪.১] নং সূচক মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংযোজনী ৫ : ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় কর্মসম্পাদন সূচক নং [১.৪.১] অনুযায়ী ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা মোতাবেক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

মো: আমিনুল ইসলাম
পরিচালক
ফোনঃ ৪৯২৭২২০০
director@sca.gov.bd

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা- ১০০০।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০।

২। অতিরিক্ত উপপরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর। তাকে এ পত্রের কপিটি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মপরিকল্পনা

ভূমিকা:

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ (Industry 4.0) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' শব্দগুচ্ছ দিয়ে মূলতঃ মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বেশিরভাগ সমস্যা নিরুপণ, সম্যসা বিশ্লেষণ, সমাধান প্রদান ও প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়করণ করা, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বাস্তবায়নে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরী করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (Machine to Machine or M2M) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) কে একত্র করার ধারণাকে চিহ্নিত করা হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইম্যাজিনেশন এইজ-এর সূচনা করে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জনক হলেন জার্মান অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াব।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণা বা ইতিহাস:

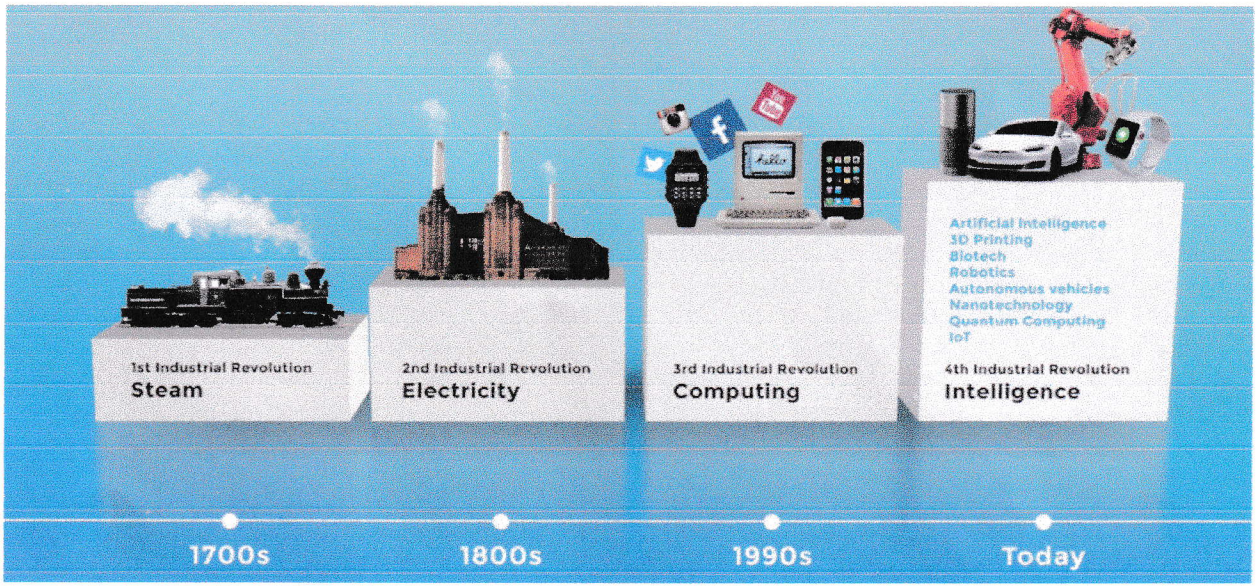

প্রথম শিল্প বিপ্লব : ১৭৬৩-১৭৭৫ সময়কালে জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে প্রভূত অগ্রগতি অর্জিত হলে ক্রমে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কারখানার মেশিনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। মার্ক্সের মতে, প্রথম শিল্প বিপ্লবের মোদ্দাকথা ছিল চালিকাশক্তি হিসেবে 'যান্ত্রিক (মেশিন) শক্তি' দ্বারা মানুষের 'কায়িক শক্তির' প্রতিস্থাপন। বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই প্রতিস্থাপন পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব : পুঁজিবাদের অধীনে প্রযুক্তির বিকাশ প্রথম শিল্প বিপ্লবে থেমে থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রথম বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সাফল্যসমূহের প্রয়োগ পূর্ণতা অর্জন করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সূচিত হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব (১৮৭০-১৯১৪)। এই বিপ্লবের মূল আবিষ্কার ছিল বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক বাতিই ছিল বিদ্যুতের প্রথম সফল বাণিজ্যিক ব্যবহার। ক্রমে বিদ্যুৎ চালিকাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং শিল্পের সাধারণ চালিকাশক্তি হিসাবে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে

প্রতিস্থাপিত করে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব নতুন আরও কিছু প্রযুক্তির অংশ ছিল, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাসায়নিক শিল্পের উদ্ভব এবং প্লাস্টিক, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি উৎপাদনের সূচনা ও প্রসার। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিককে যন্ত্রের কাছে নেয়ার পরিবর্তে যন্ত্রকে শ্রমিকের কাছে নেয়া বেশি উপযোগী হয়। ফলে শ্রমিককে স্থান পরিবর্তন করতে হয় না।

তৃতীয় শিল্প বিপ্লব : তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময়কাল ধরা হয় ১৯৬৯ সাল থেকে, এই বিপ্লবের সাথে জড়িত মূল প্রযুক্তি হল কম্পিউটার। অন্যদিকে কম্পিউটারের ভিত্তি হল তথ্যের ডিজিটালাইজেশন, অর্থাৎ সব কিছুকে ০/১ এর সমাহারে পরিণত করা। সে জন্য কম্পিউটারভিত্তিক শিল্প বিপ্লবকে অনেক সময় 'ডিজিটাল বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়। আরেকটি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে সেটা হল ইন্টারনেটের উদ্ভব। ইন্টারনেট হল এক কম্পিউটারের সাথে আরেক কম্পিউটারের সংযুক্তি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব : তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের ঠিক ৫০ বছর পরই শোনা যাচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গান। ক্লাউস শোয়াব ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডাব্লিউইএফ) প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান ২০১৬ সালে সর্বপ্রথম চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেন তাঁর 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন' নামক বইয়ে। অন্যান্য শিল্প বিপ্লবের সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে প্রতিস্থাপন করেছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক পরিশ্রমকে প্রতিস্থাপন করবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপাদান:

১. উন্নত সামগ্রী (Advanced Materials)
২. বড় ডেটা সহ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing with Big Data)
৩. ড্রোন সহ স্বয়ংক্রিয় যানবাহন (Autonomous Vehicles with Drone)
৪. সিন্থেটিক বায়োলজি (Synthetic Biology/ Biotechnology)
৫. ভার্চুয়াল এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Virtual and Augmented Reality)
৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)
৭. রোবটিকস (Robotics)
৮. ব্লকচেইন প্রযুক্তি (Blockchain Technology)
৯. ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ (3D Printing)
১০. ইন্টারনেট অফ থিংস (Internet of Things)

রোবটিকস: রোবটিকস অটোমেশন বলতে বোঝায় কারখানার সবগুলো মেশিন এমন একটি সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকবে, যেটি স্বয়ংক্রিয় চালনা থেকে শুরু করে পুরো উৎপাদনপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করবে। এতে বাঁচবে শ্রম খরচ, কমবে মানবিক ত্রুটি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে মেশিন ইন্টেলিজেন্সও বলা হয়। কম্পিটার সাইন্সের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রধানত যে চারটি কাজ করে তা হল- কথা শুনে চিনতে পারা, নতুন জিনিস শেখা, পরিকল্পনা করা এবং সমস্যার সমাধান করা। মূলত এইসব সুবিধাই যখন বিভিন্ন বস্তুতে যোগ করা হয় তখনই সেটা হয় ইন্টারনেট অব থিংস।

ড্রোন : ড্রোন হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানবহীন পাখিসদৃশ যন্ত্রবিশেষ (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল), যাকে সংক্ষেপে ইউএভি বলা হয়। দূর থেকেই তারহীন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা আগে থেকে নির্ধারিত প্রোগ্রামিং দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রোন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ভার্চুয়াল রিয়ালিটি : প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনার উদ্যোগকারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি বা অনুভবের বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম, যাতে মডেলিং ও অনুকরণবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বা উপলব্ধি করতে পারে।

অগমেন্টেড রিয়ালিটি : অগমেন্টেড রিয়ালিটি হলো এমন এক প্রযুক্তি, যাকে বাস্তব জগতের এক বর্ধিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বাস্তবে যা দেখা যায় তার ওপর কম্পিউটার নির্মিত একটি স্তর যুক্ত করে দেবে অগমেন্টেড রিয়ালিটি।

থ্রিডি প্রিন্টিং : এটি এমন একটি ডিভাইস, যা যে কোন বাস্তব বস্তুর ত্রিমাত্রিক অনুলিপি বা রেপ্লিকা তৈরি করতে সক্ষম। সাধারণ প্রিন্টার থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে, সাধারণ প্রিন্টারে একটি ছবি তুলে সেটি একটি কাগজের টুডি সারফেসে প্রিন্ট করা যায় কিন্তু থ্রিডি প্রিন্টার সেই ছবিটির বাস্তব রূপটিই বের করে দেবে!

ইন্টারনেট অব থিংস : ইন্টারনেট অব থিংসকে সংক্ষেপে আইওটি বলে, যার বাংলা অর্থ হল বিভিন্ন জিনিসের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ। আমাদের চারপাশের সকল বস্তু যখন নিজেদের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে, সেটাই ইন্টারনেট অব থিংস।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিকল্পনা নীতি এবং কৌশলপত্র:

পরিকল্পনা নীতি

শিল্প ৪.০ এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে চিহ্নিত চারটি পরিকল্পনা নীতি রয়েছে:

১. আন্তঃসংযোগ: মেশিন, ডিভাইস, সেন্সর এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে ইন্টারনেট অফ থিংস অথবা ইন্টারনেট অফ পিউপল (আইওপি) এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগের ক্ষমতা।

২. তথ্যের স্বচ্ছতা: ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ তথ্যের স্বচ্ছতা দেয় যা অপারেটরদের সিদ্বান্ত নেয়ার জন্য ব্যাপক তথ্য সরবরাহ করে। আন্তঃসংযোগের কারনে অপারেটর উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমস্ত পয়েন্ট থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং সেসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা শনাক্ত করতে পারে যেগুলো সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করলে আরও কার্যকর হবে।

৩. প্রযুক্তিগত সহায়তা: সিদ্বান্ত গ্রহণ এবং সমস্যার সমাধানে মানুষকে সহায়তা করার জন্য সিস্টেমের প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং কঠিন বা অনিরাপদ কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা করার ক্ষমতা।

৪. বিকেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত: সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেমের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্রভাবে তাদের কাজ যথাসম্ভব সম্পাদন করার ক্ষমতা। কেবল কোনো ব্যতিক্রম, হস্তক্ষেপ বা সাংঘর্ষিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

কৌশলপত্র

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে বাস্তবায়নোপযোগী করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিম্নলিখিত কৌশলপত্র প্রস্তুত করেছে:

১. National Blockchain Strategy: Bangladesh
২. National Internet of Things Strategy Bangladesh
৩. National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh
৪. National Strategy for Robotics

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সামগ্রিক সক্ষমতা :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'' নামকরণ করা হয়। জাতীয় বীজ নীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবা ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/ নিবন্ধন থেকে শুরু করে মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল খামারে বীজের মান পরীক্ষা, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সংস্থাটির সকল কারিগরী কর্মকান্ড জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩; বীজ আইন ২০১৮; বীজ বিধিমালা, ২০২০ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী সংস্থায় মোট পদের সংখ্যা ৬৩৩। তন্মধ্যে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভূক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ময়মনসিংহ ছাড়া দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র ১০,০০০ (দশ হাজার) মে.টন ধান বীজ এবং ২,০০০ (দুই হাজার) মে.টন গম বীজের প্রত্যয়ন দিয়ে থাকলেও বর্তমান জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধাদির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে সংস্থাটি নোটিফাইড ফসলের মোট ১,০২,৪১৪ (এক লক্ষ দুই হাজার চারশত চোদ্দ) মে.টন বীজের প্রত্যয়ন দিতে সক্ষম হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ:

১. বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগীতা
২. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্থায়ীত্ব
৩. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে দ্রুত রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক দক্ষতার অভাব

চ্যালেঞ্জ উত্তোরণে সম্ভাব্য করণীয়:

১. প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান
২. প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ
৩. যথাযথ প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা

১. স্বল্প মেয়াদী (২-৩ বছর) কার্যক্রম / প্রকল্প :

ক্র.নং.	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	৪র্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ ফসলের জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন (ডিজিটাইজেশন, ইমেজ, এনালাইজিং, ক্লাউড ডাটাবেজড ও ব্লক-চেইন প্রযুক্তির ব্যবহার)।	২০২৩ - ২০২৬	৫০০০.০০	
২.		ব্লক-চেইন প্রযুক্তি/ টেকনোলজির মাধ্যমে smart/ স্মার্ট প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ।	২০২৩ - ২০২৬	৫০০০.০০	

২. মধ্য মেয়াদী (৪-৫ বছর) কার্যক্রম / প্রকল্প :

ক্র.নং.	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	ড্রোন, ব্লক-চেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের প্রত্যয়ন প্রদান।	২০২৪ - ২০৩০	১০০০০.০০	

৩. দীর্ঘ মেয়াদী (৫+ বছর) কার্যক্রম / প্রকল্প :

ক্র.নং.	দপ্তর/ সংস্থার নাম	কার্যক্রম/ প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আইওটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাতের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে বীজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ।	২০২৫ - ২০৩২	৫০০০.০০	

উপসংহার:

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আগামী কয়েক বছরেই মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রহণ করতে হবে।

৩১/১০/২২
আমিনা বেগম
অতিরিক্ত উপপরিচালক
(মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১

৩১.১০.২২
মোঃ শওকত হোসেন ভূঁইয়া
উপ-পরিচালক
(পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

৩১/১০/২২
মো: আমিনুল ইসলাম
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর